The Calcutta Ptg. Co. Ltd.

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৺দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার নাট্য-জগতে সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমানের হাওয়া আনেন—ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য

শুভ উদ্বোধন

"উত্তরা"

শুক্রবার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯

চারণকবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

চন্দ্রগুপ্ত

নাটকাবলম্বনে

কালী ফিল্মস্ লিমিটেডের

অনুপম বাণী-চিত্র

চাণক্য

প্রয়োগকর্ত্তা ও আচার্য্য

শিশির কুমার ভাদুড়ী

পরিবেশক :—

রীতেন এণ্ড কোং

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

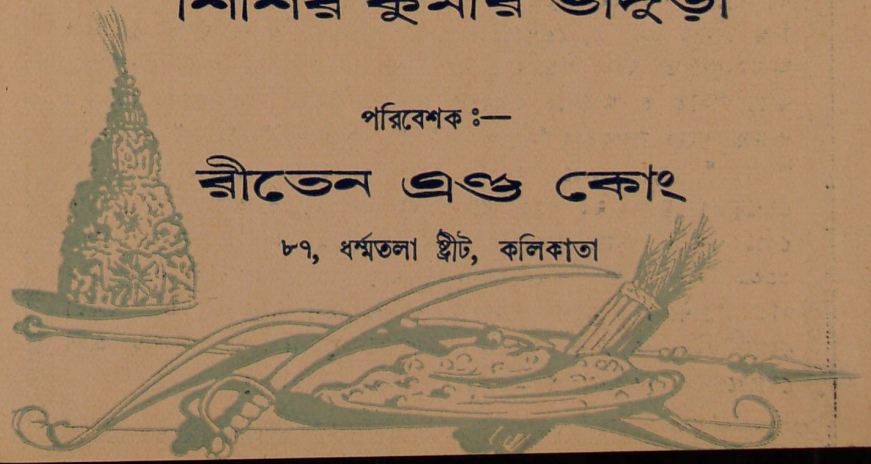

স্বর্গতা কঙ্কাবতী

অপূর্ব্ব মেধাবিনী বিদুষী অভিনেত্রী ৺কঙ্কাবতী মজঃফরপুরের বিশিষ্ট ধনী জমিদার গদাধর প্রসাদ সাহুর কন্যা। ১৯০৩ সালের মে মাসে কঙ্কাবতীর জন্ম। উনিশ বছর বয়সে বেথুন কলেজ থেকে আই, এ, পাশের পর ২২ বছরে বি, এ, ডিগ্রী লাভ কোরে কঙ্কাবতী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, শ্রেণীতে যোগদান করেন। স্বভাবসিদ্ধ সুকণ্ঠ এবং অভিনয়কুশলতা তাঁর শিশুবেলা থেকেই প্রকাশ পায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীত ও অভিনয়ে প্রথমপাঠ পাবার সৌভাগ্য কঙ্কাবতীর হয়েছিল। প্রসিদ্ধ বাংলা সবাকছবি "দস্তুরমত টকী", "পল্লীসমাজ", "সীতা" ও নির্ব্বাক "বিচারক" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় কোরে অনায়াসেই কঙ্কাবতী "তারকা" শ্রেণীভুক্তা হন। ২৫ বছর বয়সে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ কোরে মৃত্যু পর্য্যন্ত চলেছিল তার নিরবচ্ছিন্ন লোকপ্রিয়তার ইতিহাস। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে, কালী ফিল্মস্ লিমিটেডের বিরাট ঐতিহাসিক ছবি "চাণক্যে" মুরার ভূমিকায় অভিনয়কালে, একপুত্র ও এককন্যা রেখে এই অজাতশত্রু মধুকণ্ঠী অভিনেত্রী পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ কোরেছেন:। ভগবান তাঁর আত্মার শান্তিবিধান করুন!

পরিচয় লিপি

চাণক্য	...	...	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
কাত্যায়ণ	...	...	নরেশচন্দ্র মিত্র
চন্দ্রগুপ্ত	...	...	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
বাচাল	...	...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রকেতু	...	...	সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
সেলুকাস	...	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
সেকেন্দার	...	...	ছবি বিশ্বাস
নন্দ	...	...	রতীন ব্যানার্জ্জি
বিরোধগুপ্ত	...	...	ফণীভূষণ মৌলিক
ভিক্ষুক	...	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)
কৌলক	...	...	কানু ব্যানার্জ্জি
কামন্দক	...	...	ইন্দু ভট্টাচার্য্য
পারিষদ	...	...	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
সদানন্দ	...	...	বাদল
বীরবল	...	...	গঙ্গা ঘোষাল
ব্রাহ্মণ	...	...	নলিনী ঘোষ দস্তিদার
মুরা	...	...	৺কঙ্কাবতী ও রাজলক্ষ্মী
হেলেন	...	...	বীণা দত্ত
আত্রেয়ী	...	...	শুক্তিধারা ও মুক্তিধারা
ছায়া	...	...	রাধারাণী
গ্রাম্যস্ত্রীলোক		...	সুহাসিনী

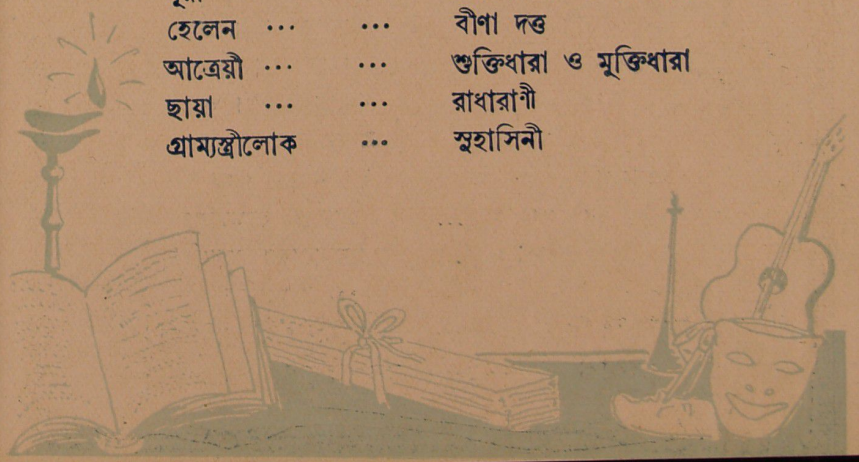

সংগঠনকারী

প্রয়োগকর্ত্তা ও আচার্য্য	...	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
সুর-শিল্পী	... ...	কৃষ্ণচন্দ্র দে
সহকারী	... ...	প্রবোধচন্দ্র দে
শব্দ-যন্ত্রী	... ...	সমর বসু
সহকারী	... ...	জিতেন ব্যানার্জ্জি
আলোক-চিত্রী	... ...	সুরেশ দাস
সহকারী	... ...	সুধীর বসু
চিত্র-সম্পাদক	... ...	বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
সহকারী	... ...	বামাপদ দত্ত
দৃশ্যসজ্জা-পরিচালক	...	মনোরঞ্জন ভৌমিক
সহকারী	... ...	প্রভাত চট্টোপাধ্যায়
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি
সহকারী	... ...	গোপাল গাঙ্গুলী
		ননী চ্যাটার্জ্জি
		সুশীল গাঙ্গুলী
		কমল গাঙ্গুলী
		সুরেশ রায়
নৃত্য-শিল্পী	...	ব্রজবল্লভ পাল
স্থির-চিত্রী	...	বিভূতি চ্যাটার্জ্জি
সহকারী	... ...	নীরোদ ব্যানার্জ্জি
রূপকার	... ...	পঞ্চানন দাস ও
		বসন্ত দত্ত
আলোক-শিল্পী	...	সুরেন চ্যাটার্জ্জি
ব্যবস্থাপক	...	জিতেন্দ্র ব্যানার্জ্জি
সহকারী	...	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
		বিধু ব্যানার্জ্জি
প্রচার-শিল্পী	...	এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জি
সহকারী	...	কমল গাঙ্গুলী

কাহিনী

বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কাহিনী। মহাকালের পদচিহ্নাঙ্কিত এই বিরাট দেশের সুবিশাল ইতিহাসের কয়েকটি প্রাচীন অধ্যায় এখনও মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত ভাস্বর হইয়া আছে। রাজকীয় অত্যাচার, নিপীড়ন, যুগবৃদ্ধ ভারতীয় দর্শন, সভ্যতার সহিত বহুদূরবর্ত্তী সভ্যতার সুতীব্র সংঘর্ষ তখন ভারতবর্ষের বুকে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিবার উপক্রম করিতেছে.....এমন সময়ে দেশের ভাগ্যগগনে আবির্ভূত হইলেন তপঃক্লিষ্টদেহ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ.....পরম ধীমান কৌটিল্য, বিশ্রুতকীর্ত্তি চাণক্য ॥ পাটলিপুত্রের সিংহাসনে তখন মহারাজচক্রবর্ত্তী পরমভট্টারক শ্রীশ্রীমহাপদ্মনন্দ সমারূঢ়।

সুরা আর নারী নিয়ে যুবক মহারাজের কাল কাটে।
সর্ব্বকার্য্যে মন্ত্রণাদাতা কুটিল, লম্পট, রাজশ্যালক বাচাল।
বিলাসে, ব্যসনে উন্মত্ত রাজার কুশাসনে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে
অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। মগধরাজসিংহাসনের
প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত তখন
নির্ব্বাসনে। বাচালের কুপরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত-জননী মুরা
রাজকারাগারে বন্দিনী। মুরা শূদ্রানী।
বিবেকহীন মহারাজ বিস্মৃত হইয়াছেন যে তাঁহার
মাতৃহীন শৈশব কাটিয়াছে শূদ্রানী মুরার
স্তনদুগ্ধপানে।

পাটলিপুত্রের ক্লেদাক্ত পারি-
পার্শ্বিকতা হইতে বহুদূরে নিভৃত পল্লী
কুসুমপুর। একমাত্র শিশুকন্যা আত্রেয়ী,
প্রিয় শিষ্য কামন্দক ও ভৃত্য কৌলককে

লইয়া চাণক্যের বৈচিত্র্যবিহীন বিপত্নীক জীবন কাটিতেছিল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়। মাঝে মাঝে অতীতদিনের স্মৃতি পুরাতন ক্ষতের মত চাণক্যের সমগ্র হৃদয় রক্তাক্ত করিয়া তোলে। ক্লিষ্টনয়নে ব্রাহ্মণ প্রিয় শিষ্যকে বলেন—"জানো কামন্দক, কেন মুক্তির কথা ভাবতে পারিনে। অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মোক্ষ সাধনায় গিয়াছিলাম, সাধনা ব্যর্থ হলো। ফিরে এসে বিবাহ করলাম, মূর্ত্তিমতী প্রীতি আর সেবা। কত আশা, কত স্বপ্ন। আত্রেয়ী জন্মালো, মাধুর্য্যে, আনন্দে, জীবন ভরে উঠলো তারপর ··· উঃ"॥ চাণক্য সশিষ্য

পাটলীপুত্র যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে তখন অত্যাচারের স্রোত বাধা-বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ মন্ত্রী কাত্যায়ন পদত্যাগ করিয়াছেন, মন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন নবনিযুক্ত মন্ত্রী রাক্ষস। মহারাজের আদেশে কাত্যায়নের সাতটি পুত্র কারাগারে অনাহারে জীবনদান করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বস্ত সখা চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধির সন্ধান বলিয়া দেয় নাই। পুত্রশোকে হতভাগ্য কাত্যায়নের

মনে তুষের আগুন জ্বলে···বারবার সর্ব্বকনিষ্ঠ শতানন্দের কথা মনে পড়ে। মুমূর্ষু শতানন্দ বলিয়া গিয়াছে "বাবা, প্রতিশোধ নিয়ো, নন্দের রক্তে আমাদের সাতটি ভাইয়ের তর্পণ কোরো"···পুত্র শতানন্দের মরণবিজয়ী অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য দুর্ব্বাসার মত তেজস্বী ব্রাহ্মণ প্রহর গণিয়া যায়। অশ্রুহীন শুষ্ক চোখের জ্বালা····· কাত্যায়ন আর্ত্তনাদ করিতে পারেন না। সহসা পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে, স্নেহলেশহীন প্রাণ ইষ্টমন্ত্রের মতো অহর্নিশ জপ করে "প্রতি-শোধ", "প্রতিশোধ"।

গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে চাণক্য নগর প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে, রাজপথে, বর্ত্মপ্রদীপশালায়, ভিত্তি গাত্রে কণ্টকিত হইয়া আছে, রাজকীয় অনুজ্ঞাবাণী "চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বিদ্রোহী, জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় বিদ্রোহীকে উপস্থিত করিলে, পুরস্কার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা" চাণক্য নয়ন ফিরাইলেন·····"রাজা বা রাজঅমাত্যবর্গের কার্য্য সমালোচনা—রাজদ্রোহিতা, শাস্তি—মৃত্যু" "যথাযথ

রাজকর প্রদান না করা—রাজদ্রোহিতা"……চাণক্যের কর্ণে বাজিল মহাঘোষকের বাক্য।—"শ্রীমন্মহারাজচক্রবর্ত্তী পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীমহাপদ্মনন্দের আদেশ—ভূমি, জল, কৃষি এবং বাণিজ্যকর দ্বিগুণিত হইল"। ……চাণক্য অস্থিরতা অনুভব করিলেন। দৃষ্টির সম্মুখে রাজকীয় অত্যাচারের বীভৎস রূপ ব্রাহ্মণের মনে আনিয়া দিল, অপরিসীম ঘৃণা। মনে মনে সংকল্প করিলেন—"আত্রেয়ীকে

বুকে নিয়ে কাল প্রাতেই এদেশ ত্যাগ করবো" —নগর ছাড়িয়া চাণক্য ব্যাকুল মনে ফিরিয়া চলিলেন, কুসুমপুরে।

কুসুমপুরে তখন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। চাণক্যের অনুপস্থিতিতে একদল দস্যু তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিশ্বস্ত ভৃত্য জীবনবিনিময়েও আত্রেয়ীকে রক্ষা করিতে পারে নাই। উন্মত্তপ্রায়, অত্যাচারিত ব্রাহ্মণের অর্থহীন দৃষ্টির সম্মুখে রাত্রির অবসান হইয়া গেল।

সঙ্গপ্রিয়তা মানুষের স্বভাব কিন্তু নিঃসঙ্গতার কামনা মানুষের তপস্যা—সর্ব্বহারা চাণক্য উদাসীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন, জীবনের উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজধানীতে তখনও বিদ্যুৎচমকের মতো

ঘটনার পর ঘটনা আবর্ত্তিত হইতেছিল। রাক্ষসের মন্ত্রীত্বকালে রাজকোষ শূন্যতর হইয়া উঠিল, রাজকীয় বিলাস-প্রমোদের ব্যয়নির্ব্বাহ করা ক্রমশঃই দুষ্কর বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ স্মরণ করিলেন, সুবিজ্ঞ প্রাচীন মহামাত্য কাত্যায়নকে। সাধারণকে বিস্মিত করিয়া কাত্যায়ন মন্ত্রীত্ব পুনঃগ্রহণ করিলেন। নন্দবংশধ্বংসপ্রচেষ্টায় কৌশলী কাত্যায়ন জাল

বিস্তার করিলেন। নন্দের ধ্বংসযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক হইবার উপযুক্ত যদি কেহ থাকে, তিনি অমিত-প্রজ্ঞাশালী কৌটিল্য। এই নির্ভীক বৃহস্পতি-প্রতিম ব্রাহ্মণকে নন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন কাত্যায়ন। মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধ সমাগত। কাত্যায়ন চাণক্যকে প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করিলে রাজশ্যালক বাচাল চাণক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন—

অপমানিত উত্তেজিত ব্রাহ্মণ, রাজবিচারপ্রার্থী,—মহারাজ নন্দের প্রমোদশালার দ্বারে। যৌবনদৃপ্ত, প্রমত্ত মহারাজ শ্যালককে আদেশ দিলেন—"ব্রাহ্মণকে দূরকরে দাও"। চাণক্যের মর্ম্মে মর্ম্মে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, অপরিমেয় ক্রোধে কম্পিতদেহ চাণক্য অলঙ্ঘ্য ভীষণ শপথ গ্রহণ করিলেন—বজ্রগম্ভীর স্বরে কৌটিল্য ঘোষণা করিলেন "যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, নন্দ, এই কলি যুগেই ধ্বংসাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখ্‌বে—নন্দবংশ ধ্বংস না করি তো আমি চণকের সন্তান নই। ···একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে তোমায় জানুপেতে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে", চাণক্যের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল ভীষণ আনন্দ—"আর আমি সে ভিক্ষা, দেবোনা, দেবোনা, দেবোনা॥"

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে পৃথিবীজয়ী মহাবীর সেকেন্দার সবাহিনী অবস্থান করিতেছিলেন। এক অতি সুদর্শন ভারতীয় যুবক গ্রীকশিবিরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গ্রীকসম্রাটের সেনাপতি সংগ্রাম-

কুশলী বীর সেলুকাসের নিকট অস্ত্র বিদ্যায়, সৈন্যচালনায় শিক্ষালাভ করেন। তীক্ষ্ণধী যুবক অল্পকালেই গ্রীক্ যুদ্ধনীতি আয়ত্ত করিলেন। ঘটনা পরম্পরায় প্রকাশ পাইল এই যুবক নির্ব্বাসিত মগধরাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত। ভারতবর্ষ হইতে বিদায়ের প্রাক্‌কালে সেকেন্দার ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন— "তুমি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে। দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী বীর হবে।"

চন্দ্রগুপ্ত বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চিত্তে বাজিয়া উঠিল উজ্জ্বল উৎসাহ—দীপ্ত ললাটে, আগামী দিনের সাফল্য চিহ্ন। কিন্তু গ্রীকশিবিরে নীরবশিক্ষাব্যস্ত এই যুবক শিক্ষার্থীর অন্তরে জাগিয়া রহিল একটি অম্লান দীপশিখা—নীলনয়না হেলেন। গ্রীক বালিকাও এই বিদেশী যুবকের জন্য মনে মনে রচনা করিয়াছিল, বরমাল্য।

সদলবলে চন্দ্রগুপ্ত মগধে ফিরিয়া কাত্যায়নের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন। তারপর একদিন মহারাজের প্রমোদশালায়……অপমানিতা ক্ষুব্ধা মুরার কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল "নন্দ, তোমার মায়ের এই অপমান তুমি সহ্য কোরছো, না, না, আমি তোমার মা নই। কোনো রাক্ষসী তোমায় রক্ত খাইয়ে মানুষ করেছে। কিন্তু আমি নারী। দীনা, দুর্ব্বলা, নিঃসহায়া নারীর লাঞ্ছনা ধর্ম্ম সয়না, জেনো"। সানুচর পুরী প্রবেশ করিয়া মুরাকে লইয়া

চন্দ্রগুপ্ত প্রস্থান করিলেন দূর পার্ব্বত্য মলয়রাজ্যে—রাজা চন্দ্রকেতুর সাহায্য ভিক্ষা করিতে। মলয়ের সহিত মগধের মৈত্রীবন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রকেতু সমাদরে নির্ব্বাসিত রাজকুমারকে গ্রহণ করিলেন। যথাকালে চাণক্য, চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ ঘটিল। জ্ঞানপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি চন্দ্রগুপ্তের আননের উপর নিবদ্ধ করিয়া চাণক্য বলিলেন—"তুমি পারবে, আমি তোমায় দীক্ষা দেবো। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাবো, ভারতের অধীশ্বর কোরবো।"

ইহার পরের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ; নন্দবংশের ধ্বংস, চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সেলুকাসের পরাজয়—চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে গ্রীক্ সম্রাট কন্যার বিবাহ।——

এই ইতিহাসের অন্তরালে আছে, চাণক্যের আক্ষেপময়ী মনস্তত্ত্ব—স্নেহের পাত্রের অভাবসঞ্জাত ক্রুরতা—রক্তপাতের মধ্য দিয়া ভারতে মহাভারত স্থাপন। কিন্তু অন্তরের শান্তি———?

যে অপূর্ব্ব কল্পনার সাহায্যে ৺**দ্বিজেন্দ্রলাল** চাণক্যের হৃদয়ের এই অগ্নিজ্বালায় শান্তিবারি নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহারই সজীব প্রতীক্ এই চিত্র **——চাণক্য——**

অলমতিবিস্তারেণ।

গান

(১)

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে,
নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি পড়ে প্রেম ফাঁদে, তা'রা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুম রাশি
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়,
উড়িয়ে দে এই এলো চুলে।

—ছায়া—

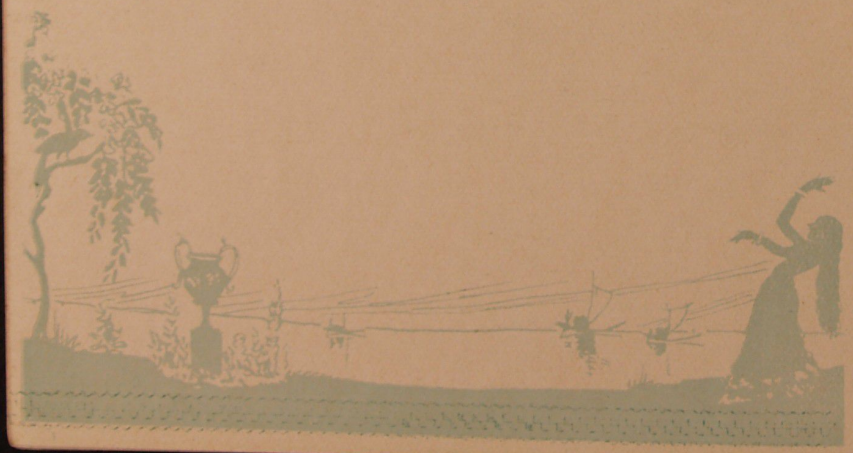

(২)

আর মিছে কেন আশা, মিছে ভালবাসা,
মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—
আমি ত তাহারে পাবনা।
আজি, তবু তাঁরে স্মরি, সতত শিহরি,
কেন আমি হতভাগিনী।
কেন, এ প্রাণের মাঝে, নিশিদিন বাজে,
সেই এক মধুর রাগিণী।
আমি পারিনা ত হায়, ধূলায় গড়ায়
তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে,
কেন না, ভুলিতে পারি গো।
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক,
আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন,
লভিব সরস মরণে।

—ছায়া—

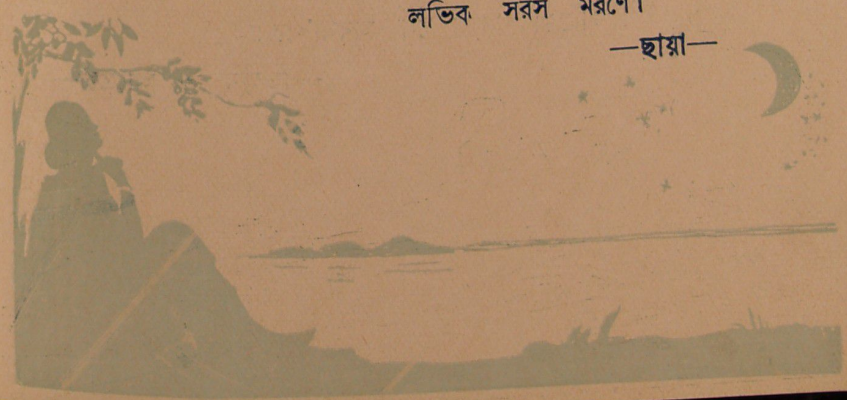

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী।
গর্জ্জে সিন্ধু; চলিছে তরণী।
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ মা চাহি,
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি—
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর॥
"একি!—কুটীর যে মুক্তদ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী! কোথায় জননী!
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।"
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে।
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে
চরণাঘাতে বজ্র নিপাতে—
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর॥

—ভিক্ষুক ও আত্রেয়ী—

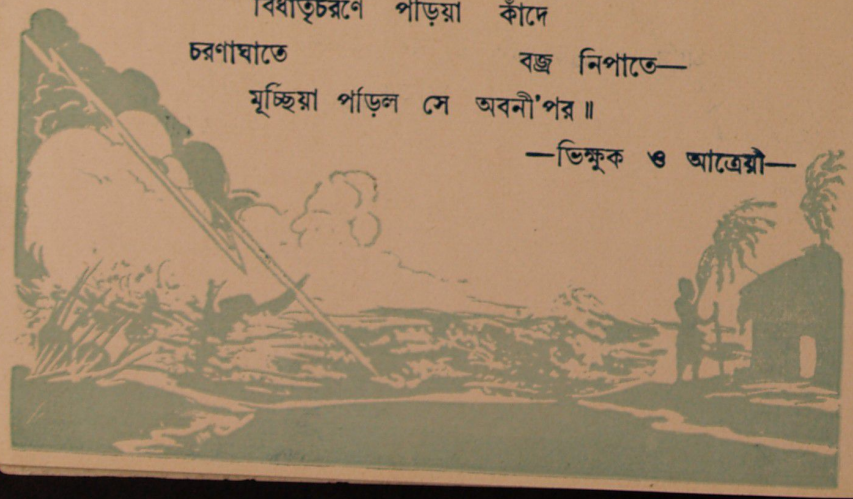

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজে মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক্ শুধু
সাগরে জীবন তরণী।
উলসি উছলি উঠুক নৃত্য;
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু;
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল চল চরণ-ভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে; ছুটুক ভাতি নয়নে;
উঠিয়া গীতি মধুর মন্দ্র
লুঠিয়া নিউক সূর্য্যচন্দ্র;
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি ধরণী অরুণ বরণী।

—ছায়া—

(৫)

ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতরপ্রাণে "আয় চলে' আয়,
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে;"
বলে "আয়রে ছুটে আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধ ভরা, চির স্নিগ্ধ মধুমাসে;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে;
দেখ্ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে
আয় আমার পাশে॥
কেন কারাগারে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে, পরের কাছে, পড়ে' আছিস
পরবাসে॥

—ভিক্ষুক ও আত্রেয়ী—

কালী ফিল্মস লিমিটেড